হইয়াছেন। 'স্যাদ্' শব্দদ্বারা এই মতবাদ ব্যক্ত করা হয় বলিয়া ইহা 'স্যাদ্‌বাদ' নামেও পরিচিত।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনোমা কানিংহ্যামের মতে গোরক্ষপুর জেলার অউমি নদী। তাঁহার মতে নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত চন্দৌলি নামক স্থান হইতে গৃহত্যাগী গৌতমের ভৃত্য ছন্দক তাঁহার অশ্ব কণ্টককে কপিলাবস্তুতে ফিরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু কালাইল (Carlleyle) বস্তি জেলার কুদাওয়া নদীকে অনোমা হইতে অভিন্ন মনে করেন এবং তমেশ্বর বা মনেয়া হইতে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) উত্তর-পূর্বে মহাথানডির স্তূপটিকে ছন্দকের প্রত্যাবর্তনের চিহ্নিত স্থান ও গোরক্ষপুর জেলার অনোমার পূর্বতীরে শিরসরাও-এর স্তূপটিকে গৌতমের কেশকর্তনের স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দেহের যে সকল গ্রন্থি রক্তে রস ক্ষরণ করে, সেইগুলিকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলে। এই ক্ষরিত রসের সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থকে বলে হর্মোন।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থিই প্রধান। এই গ্রন্থি মস্তিষ্কে অবস্থিত। ইহার তিনটি অংশ। সম্মুখের অংশটি অন্ততঃ ছয়টি বিভিন্ন হর্মোন ক্ষরণ করে— বৃদ্ধি-কারক হর্মোন (growth hormone), থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন (thyrotropin), অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোন (adrenocorticotropin) ও তিনটি যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোন (gonadotropins)। এই সকল হর্মোনের দ্বারা পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশ (adrenal cortex), শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়কে (ovary) নিয়ন্ত্রিত করে। পিটুইটারির এই সম্মুখ-ভাগটিকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) নামক অংশ। শৈত্যে হাইপো-থ্যালামাস উদ্দীপিত হইয়া রক্তে একটি হর্মোন ক্ষরণ করে। ইহা পিটুইটারির সম্মুখভাগে পৌঁছিয়া থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। ইহা ছাড়া আকস্মিক বিপদ বা উত্তেজনায় হাইপোথ্যালামাস হইতে রক্তে একটি হর্মোনের ক্ষরণ ঘটে। ইহা পিটুইটারিতে গিয়া অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। প্রধানতঃ হাইপোথ্যালামাস হইতে রক্তে ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেই পিটুইটারির সম্মুখভাগের হর্মোন ক্ষরিত হইয়া থাকে।

পিটুইটারির পশ্চাদ্‌ভাগের হর্মোন দুইটি— রক্তচাপ-বর্ধক হর্মোন বা ভ্যাসোপ্রেসিন (vasopresin) ও অনৈচ্ছিক পেশী-সংকোচক হর্মোন বা অক্সিটোসিন (oxytocin)। পিটুইটারির পশ্চাদ্‌ভাগের ক্ষরণও হাইপোথ্যালামাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু স্নায়ুর দ্বারাই হাইপোথ্যালামাস এই অংশটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তে ক্ষরিত কোনও হর্মোনের দ্বারা নয়।

পিটুইটারির মধ্যভাগের হর্মোন ইণ্টারমিডিন (inter-medin) নামে পরিচিত।

থাইরয়েড গ্রন্থি গলদেশে শ্বাসনালীর নিকট অবস্থিত। ইহার হর্মোন থাইরক্সিন (thyroxine)। থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও হর্মোন-ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় পিটুইটারির থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোনের দ্বারা। শেষোক্ত হর্মোনের ক্ষরণ বাড়িলে থাইরয়েড উদ্দীপ্ত হইয়া অধিকতর হর্মোন ক্ষরণ করে।

থাইরয়েডের সহিত চারিটি অতি ক্ষুদ্র প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের হর্মোন প্যারাথর্মোন (parathormone)। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণের দ্বারা। রক্তে ক্যালসিয়াম কমিয়া গেলে ইহারা উদ্দীপ্ত হইয়া রক্তে প্যারাথর্মোন ক্ষরণ করে।

প্রতিটি বৃক্কের (kidney) উপরে একটি অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি (adrenal) থাকে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির দুইটি অংশ— বহিরাংশ বা কর্টেক্স্-এর হর্মোন অনেকগুলি। এইগুলিকে কর্টিকয়েড্স্ (corticoids) বলা হয়। কেন্দ্রীয় অংশ বা মেডুলার হর্মোনের নাম অ্যাড্রিন্যালিন (adrenalin)। অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশকে নিয়ন্ত্রিত করে পিটুইটারির অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোন, আর কেন্দ্রীয় অংশটি নিয়ন্ত্রিত হয় সমব্যথী (sympathetic) স্নায়ুর দ্বারা। আকস্মিক বিপদ বা উত্তেজনায় একদিকে পিটুইটারি হইতে অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহা অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশকে হর্মোন-ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। অপর দিকে মস্তিষ্ক হইতে সমব্যথী স্নায়ুর দ্বারা আবেগ (impulse) আসিয়া অ্যাড্রিন্যালের কেন্দ্রীয় অংশে পৌঁছিয়া তাহাকে হর্মোন -ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। আবার এই কেন্দ্রীয় অংশের হর্মোন অ্যাড্রিন্যালিন ও পিটুইটারি হইতে অ্যাড্রিন্যাল-কর্টেক্স্-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা অ্যাড্রিন্যালের বহিরাংশের ক্ষরণ উদ্দীপিত করিতে পারে।

অগ্ন্যাশয় (pancreas), শুক্রাশয় (testis) ও ডিম্বাশয় (ovary) গ্রন্থি তিনটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একদিকে অগ্ন্যাশয় ক্ষুদ্রান্ত্রে পাচকরস ক্ষরণ করে এবং শুক্রাশয়